মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/০৪/২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং ৩৮টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি গত ০৬/০৫/২০১০ তারিখে বরগুনা, ২৯/১২/২০১০ তারিখে চট্টগ্রামের মিরসরাই, ২২/০২/২০১১ তারিখে বরিশাল, ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলার খালিশপুর, ০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ, ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী, ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ, ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় ০৯টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এছাড়া গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ০১টি নির্দেশনা প্রদান করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত ৪৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২টি সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু প্রায় একই হওয়ায় সিদ্ধান্ত দুটি একীভূত করা হয়। ফলে নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির সংখ্যা হয় ৪৭টি। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ২০টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি ইতোপূর্বে তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। ০১টি প্রতিশ্রুতি (নর্থ-ওয়েষ্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ পরিচালনার জন্য গ্যাস প্রাপ্যতা সম্ভব নয় বিধায় বন্ধ আছে) এবং ০১টি (চিনি আমদানী বিষয়ক) তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন {৪৭ - (২০+২)} = ২৫টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গেঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থায় রাজস্ব খাতসহ অনুমোদিত জনবল ৩৭০৩৯ এর মধ্যে সরাসরিভাবে নিয়োগের জন্য ৩৩৭৪টি পদ শূন্য আছে। দীর্ঘদিন যাবত ছাড়পত্রের অভাবে পদগুলো পূরণ না হওয়ায় দাপ্তরিক কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা শূন্য পদ পূরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছেঃ **শিল্প মন্ত্রণালয়** শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত পদ ২১৭টি, পূরণকৃত পদ ১৭৭টি এবং শূন্য পদ ৪০টি। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন। ১০% সংরক্ষিত কোটা ও পদোন্নতির পদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৮টি শূন্য পদে লোক নিয়োগের জন্য ২৪/৭/২০১৫ ও ২৫/৭/২০১৫ তারিখে দুটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাঁচাই বাছাই করা জন্য ০২/৮/২০১৫ তারিখে ০৮টি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি গঠনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের প্রতিনিধির নাম প্রেরণের জন্য ০৭/১২/২০১৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **বিসিআইসি** বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে টেকনিক্যাল ক্যাডারের ০৬টি পদে ১ম শ্রেণির ৭৪ জন কর্মকর্তার নিয়োগের লক্ষ্যে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। একই সাথে ১০টি ক্যাটাগরীতে ১ম শ্রেণির ০৫টি পদে ৯৩ জন ও ২য় শ্রেণির ০৫টি পদে ৬৬ জনসহ মোট ১৫৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে অন-লাইনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। আরও ০৫ পদে ৯৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে	চলমান প্রক্রিয়া		

				রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএসইসি** ৬৪৩টি শূন্য পদের বিপরীতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩০ জন কর্মকর্তা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫১ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। **বিসিক** ২য় ও ৩য় শ্রেণির ২৪টি পদে রাজস্বখাতে লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মহামান্য আদালতের নির্দেশে সমাপ্ত উইডিপি প্রকল্পের ৯৫ জন কর্মকর্তাকে ইতোমধ্যে আত্মীকরণ করা হয়েছে। রাজস্বখাতে ১ম শ্রেণির পদে ৬৯ জন ও নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র গোপালগঞ্জে বিভিন্ন পদে ১১ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যায়নের পর ১ম শ্রেণির পদে আরও ০৬ জন কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির পদে ০১ জন কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হবে। তাছাড়া ৫৩টি কর্মকর্তা পদে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। অপরদিকে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদ পূরণে আউটসোর্সিংয়ের পরিবর্তে সমাপ্ত উইডিপি প্রকল্পে ১৫৩ জনকে আত্মীকরণ করা হয়েছে। এর বাইরে আরও ৯৫ জনের নিয়োগের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। দৈনিক ভিত্তিক ৪৫ জন কর্মচারীকে নিয়মিত স্কেলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দৈনিক ভিত্তিক আরও ২১ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া স্কেলভিত্তিক এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। **বিএসটিআই** বিএসটিআই এর মোট জনবল ৬০১। পরবর্তীতে নতুনভাবে ১৩৬টি পদ সৃজন করা হয়। এছাড়াও বিএসটিআই এর সিলেট ও বরিশাল আঞ্চলিক অফিসের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৬ (ছয়) জন জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের অনুমোদন পাওয়া যায়। ২০০৯-২০১৫ সময়ে বিএসটিআই এর রাজস্ব খাতে মোট ১৯৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে ১০ জন, ২০১০ সালে ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন, ২০১২ সালে ৪৮ জন এবং ২০১৫ সালে ৫৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন শূণ্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়া আছে। **বিএবি** বিএবি'র অনুমোদিত পদ ২০টি এবং পুরণকৃত পদ ১৮টি। শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। **ডিপিডিটি** ১ম শ্রেণির ০৯টি এক্সামিনার পদে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ জন, ১০% সংরক্ষণ কোটায় ০২ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি পদ পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে			

				ডিপিডিটিকে অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য ০৮ জনবল বিশিষ্ট IT Unit স্থাপন করা হয়েছে। IT Unit এ অনুমোদিত জনবলের মধ্যে ০৩ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা PSC এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ০২ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। **এনপিও** দপ্তরে বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ০৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০২টি মোট ১৫টি পদ শূন্য আছে। ১ম শ্রেণির শূন্য ১০টি পদের মধ্যে ০৪টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী না থাকায় পদটি পূরণ সম্ভব হচ্ছেনা। ০১ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বাকি ০৫টি পদের মধ্যে ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অপর ০৪টি পদ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারি কর্মকমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির শূন্য ০৩টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। ৪র্থ শ্রেণির ০২টি শূন্য পদের ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। **বয়লারঃ** প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত ১০টি শূন্য পদের মধ্যে গেজেটেড কর্মকর্তার ০5টি পদ পূরণের বিষয় সরকারি কর্মকমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। ০৩টি ৩য় শ্রেণি ও ০২টি ৪র্থ শ্রেণির পদ পূরণের কার্যক্রম চলছে।			
০২	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জিপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার প্রসংগেঃ বিষয়টি পরীক্ষান্তে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসইসি	ক) বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে বিএসইসি'র শিল্প-কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, ট্রান্সফরমার, ক্যাবলস ব্যবহারের লক্ষ্যে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা থেকে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তালিকা ও ক্যাটালগ চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। খ) প্রগতির কারখানায় আধুনিক বিলাস বহুল পাজেরো স্পোর্টস জিপ বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১৬০টি জীপের সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করে মোট ৯৮টি বিক্রয় করা হয়েছে। গ) সিডান কার সংযোজনের জন্য প্রগতির সাথে মিৎসুবিসি মটরস করপোরেশন গত ০৯/০২/২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মিৎসুবিসি মটরস কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশের উপযোগী ও সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে একটি মডেল নির্বাচন করা হয়েছে। তবে মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ- এর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট শুল্ক করাদি পুনর্বিন্যাসের	চলমান কার্যক্রম।		

				প্রস্তাব অনুযায়ী মোট শুল্ক ৯৯.৩৫% এর স্থলে ৩৭.২৫% নির্ধারণের প্রস্তাবনা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নীতিগতভাবে সমর্থন করেছে। ইতোমধ্যে পিআইএল কর্তৃপক্ষ জাপানের মিৎসুবিশি কোম্পানীকে সেডান কারের যন্ত্রাংশের তালিকা ও সিকেডি কম্পোনেন্ট এর মূল্য চেয়ে ই-মেইল করেছে। সেডান কারের যন্ত্রাংশের তালিকা ও মূল্য পাওয়ার পর এর শুল্ক হার পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তাদের চাহিদামত প্রেরণ করলে তারা চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করবে।			
০৩	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহনযোগ্য করাঃ বিএসটিআইর চলমান প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	বিএসটিআই'র লেবরেটরিসমূহের এক্রিডিটেশন এবং বিএসটিআই প্রদত্ত টেস্ট রিপোর্ট এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ **ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশনঃ** বিএসটিআই এর সিমেন্ট ল্যাব (রসায়ন ও পদার্থ), ফুড ও মাইক্রো বায়োলজিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনসহ সকল ডকুমেন্টেশন তৈরী পূর্বক গত ১৭/৬/২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়েছিল। ভারতের NABL থেকে Lead Assessor টীম দুই দফায় বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরীগুলি Pre-Assesment এবং Final Assesment সম্পন্ন করে NABL আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮/৩/২০১১ থেকে ১৭/৩/২০১৩ পর্যন্ত দুই বছর সময়ের জন্য ল্যাবসমূহকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে। পরবর্তীতে NABL এর ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি লিড অডিটর/ অডিটর দল এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলি সার্ভিলেন্স অডিট করেন এবং নতুন পণ্যের আরও ৭৫টি প্যারামিটার Accreditation এর লক্ষ্যে Assessment করেন। বিএসটিআই এর এক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলির কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় NABL থেকে ২য় পর্যায়ে গত ০৯/৪/২০১৫ পর্যন্ত Accreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং নতুনভাবে Accreditation এর জন্য আবেদিত ৭৫টি প্যারামিটারের জন্য Accreditation প্রদান করা হয়। বিএসটিআই এর উল্লিখিত ল্যাবগুলি Accreditation এর মেয়াদ গত ০৯/৪/২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ায় ইতোমধ্যে ০৭-০৮ মার্চ/২০১৫ তারিখে ভারতের NABL থেকে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি Assessment টীম ল্যাবসমূহের কার্যক্রম Assessment সম্পন্ন করেন। ল্যাবগুলোর কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় আগামী ১৪/৬/২০১৭ পর্যন্ত Accreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং নতুন করে আরও ২০টি প্যারামিটারের Accreditation প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মোট Accreditation প্যারামিটারের সংখ্যা ১৬৩টি। পাশাপাশি বিএসটিআই এর চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী	চলমান কার্যক্রম।		

				আঞ্চলিক অফিসের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী পর্যায়ক্রমে Accreditation এর আওতায় নিয়ে আসারও পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। **<u>Product Certification এক্রিডিটেশন :</u>** বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন সিস্টেম বর্তমানে এ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিএসটিআই'র Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫টি পণ্য যথাঃ এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ বিস্কুট, ওয়েফার বিস্কুট, চাটনী ও ফ্রুট ড্রিংকস এবং ২য় পর্যায়ে আরও ০৬ (ছয়)টি নতুন পণ্য যথাঃ সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্লেভারড মিল্ক, সয়াবিন অয়েল, এডিবল পামঅয়েল, রিফাইনড পাম অলিন পণ্যের এবং সর্বশেষ অক্টোবর/২০১৪ মাসে আরও ০৩টি নতুন পণ্য যথাঃ ফরটিফাইড সয়াবিন অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অলিন পণ্যের ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) থেকে Accreditation প্রদান করা হয়। এর ফলে বিএসটিআই'র Product Certification System এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের জন্য প্রাপ্ত Accreditation এর মেয়াদ গত ০৮/০১/২০১৫ তারিখে শেষ হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে উক্ত Accreditation এর Re-certification এর জন্য ভারতের NABCB এর ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি এসেসর টীম কর্তৃক গত ০৬-১২ ডিসেম্বর/২০১৪ সময়ে বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন কার্যক্রম Assessment সম্পন্ন করা হয়। **<u>National Metrology Laboratory (NML) এক্রিডিটেশন :</u>** NML এর ৬টি ল্যাবরেটরীকে এ্যাক্রিডিটেড করার লক্ষ্যে Norwegian Accreditation অথরিটি বরাবরে আবেদন করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে গত ২৯/০৪/২০১৩ হতে ০২/০৫/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে Norwegian Accreditation এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর যৌথ এসেসর টীম ল্যাবগুলি Re-assessment সম্পন্ন করেছেন। গত ২৬/১১/২০১৩ তারিখে Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর ০৬টি ল্যাবকে Accreditation প্রদান করেছে। পরবর্তীতে ২৭-২৯ মে/২০১৪ সময়ে Norwegian Accreditation এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর যৌথ এসেসর টীম NML এর উক্ত ল্যাবগুলি সার্ভিলেন্স ও Re-assessment সম্পন্ন করেন এবং ল্যাবগুলি Accreditation বহাল থাকার সুপারিশ করেন। NML-BSTI		

				এর আওতায় Force calibration Laboratories স্থাপনের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। আগামী জুন, ২০১৬ এর মধ্যে calibration প্রদান কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। **<u>Management System Certification(MSC) বাস্তবায়ন :</u>** বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) চালু করা হয়েছে এবং উক্ত Management System Certification (MSC) কে নরওয়েজিয়ন এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক ৫ বছরের জন্য এ্যাক্রিডিটেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসটিআই তে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারি সংস্থা/ফার্মগুলো বিএসটিআই থেকে এই ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সিষ্টেম সার্টিফিকেট গ্রহন করতে পারছেন। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত ৩১টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে। বিএসটিআই এর MSC সেলকে নরওয়েজিয়ন এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক প্রদত্ত Accreditation এর মেয়াদ সমপ্রতি শেষ হওয়ায় এবারে উক্ত সেলের কার্যক্রম ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) থেকে নেয়ার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। ভারতের NABCB এর Assessment টিম কর্তৃক গত ০৬ ডিসেম্বর/২০১৪ হতে ১২ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) সেলের কার্যক্রম Assessment করা হয়।			
০৪	<u>(প্রকল্প)</u> “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন” শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রমের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিটাক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখঃ ১৯/০৩/২০০৯ ও ১২/০৮/২০১৪। হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/০৮/২০১৪ তারিখে (২য় সংশোধিত) অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত সর্বমোট ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণঃ ক) রাজস্ব ব্যয় ৪২৫২.৫৮ লক্ষ টাকা খ) মূলধন ব্যয় ৪৭৯.৯২ লক্ষ টাকা **মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা।** “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের	মেয়াদ জুন’ ২০১৬।		

				কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ২ বছর বৃদ্ধির পর মোট ২৮৮০ জন পুরুষ এবং ২১৬০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৫০৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ২০০৭ জন পুরুষ এবং ১২৪০ জন মহিলা সহ সর্বমোট ৩২৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। তন্মধ্যে ৫০৮ জন পুরুষ ও ৪৮৯ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে ২৭৬ জন পুরুষ ও ৩১০ জন মহিলা মোট ৫৮৬ জন প্রশিক্ষণরত আছে। নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৪১২৮.৫৫ লক্ষ টাকা। নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হার ৮৭.২৩%।			
০৫	(প্রকল্প) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmacuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রকল্প স্বল্পতম সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিক-কে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের তারিখ : ২৯/৫/২০০৮ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ০৪/০২/২০১৪ সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে লেভেলিং ও ড্রেসিং এর কাজ চলছে। আউটলেট ড্রেন নির্মাণ কাজ বাকী আছে। অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। রাস্তা নির্মাণ ও সার্ফেস ড্রেন কাজের লে-আউট প্ল্যান গত ১৩/৫/২০১৫ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রাস্তার ৪৫% ও সার্ফেস ড্রেনের ৩০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজের ৪৫% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা ২৩/৭/২০১৫ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত মেয়াদ জুন/২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৭৫০৬.০৫ লক্ষ টাকা, বাস্তব অগ্রগতি হার ৬৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি হার ৫৩%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬		
০৬	(প্রকল্প) চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ১৩/০৮/২০১৩ তারিখে সংশোধিত প্রাক্কলিত অর্থ ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা। চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কলভার্ট, বিদ্যুৎ লাইন, গভীর নলকূপ, পানি সররাহ লাইন, গ্যাস লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভার কোয়াটার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ট্যানারী শিল্প সাভার, ঢাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৫৩টি শিল্প ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ সাইটে নির্মাণ সামগ্রী মজুদ এবং সীমানা প্রাচীর	বাস্তবায়নাধীন জুন' ২০১৬		

				নির্মাণ, লেবার শেড নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪৮টি শিল্প ইউনিট পাইলিংসহ কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। অবশিষ্ট শিল্প ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। নির্মাণাধীন CETP এর সিভিল কাজের প্রায় ৮২% এর অধিক সম্পন্ন হয়েছে। CETP নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট Elecro-Mechanical equipment আমদানীর নিমিত্ত L/C খোলা হয়েছে। L/C খোলা 2nd Shipment Inspection কমিটি ৩ থেকে ৯ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত চীনে L/C সংক্রান্ত মেশিনারিজ, ইকুইপমেন্ট এন্ড ম্যাটেরিয়ালস পরিদর্শন করেছে। চামড়া শিল্পনগরীর কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্নের লক্ষ্যে নির্মাণাধীন CETP এর কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে বিসিক ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন কাজ নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ড প্রভৃতি নির্মাণ কাজটি BRTC, BUET সুপারভিশন ও মনিটরিং করছে। এছাড়া প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকৌশলীগণ পর্যায়ক্রমে নিয়মিতভাবে কাজ তদারকী করছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রতি মাসে ২ বার শিল্পনগরী পরিদর্শন করছে। প্রতি সপ্তাহের কাজের অগ্রগতি সম্বলিত ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। গত ২০/৮/২০১৫ তারিখে প্রকল পরিচালক, প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের সাইটে কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৩২৩৫১.৭০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৩০% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৫৭%।			
০৭	<u>(প্রকল্প)</u> “শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ” পরিচালনার জন্য গ্যাসের প্রাপ্যতার বিষয়ে জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এবং সহজ শর্তে সরবরাহকারি কর্তৃক ঋণ পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটি এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	চীন সরকারের Concessional Loan 1.60 billion RMB Yuan এর সমপরিমান 235 million US $, চীনা এক্সিম ব্যাংকের Preferential Buyer’s Credit 325 million US$ এবং GOB এর 20.19 million US$ সর্বমোট 580.19 million US$ LSTK মূল্যসহ মোট ৫৪০৯.৪৮ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)’র ডিপিপি গত ০১/১২/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সরকারি আনুষ্ঠানিকতা যেমন- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইনগত ভেটিং এবং হার্ডটার্ম লোন কমিটি কর্তৃক ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনপূর্বক গত ১১/১২/২০১১ তারিখে প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার M/S. COMPLANT এর সাথে বিসিআইসি’র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৪৩%। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় ৪৫৮৮.৩১ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩৮৭৬.৫২ কোটি টাকা ও জিওবি ৭১১.৭৯ কোটি টাকা। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ ২৯ নভেম্বর’ ২০১৫ পর্যন্ত		

				ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। ১৪/১১/২০১৫ তারিখ হতে প্রকল্পের Demonstration Operation শুরু হয়েছে। ২৮/১১/২০১৫ তারিখ হতে প্রকল্পের PGTR শুরু হয়েছে। সফলভাবে PGTR সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পটি বুঝে নেয়া হবে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে।			
০৮	(প্রকল্প) (ঘ) বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের/শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের তারিখঃ ক) মূলঃ ০৯/০৯/২০১০ খ) ১ম সংশোধিতঃ ০৯/০৯/২০১২ গ) ২য় সংশোধিতঃ ১৬/০৯/২০১৩ ঘ) ৩য় সংশোধিতঃ ২২/০৬/২০১৪ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ওপরে উল্লেখ রয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পায় নাই। জয়পুরহাট চিনিকলের বয়লারের রিফ্রাক্টরি বাইন্ডারসমূহের গুনাগুন নষ্টের কারণে নির্ধারিত সময়ে রিফ্রাক্টরি কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় এবং পাবনা চিনিকলের টারবাইনের ট্রায়াল-রান সম্পন্ন না হওয়ায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। জুন/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ ক) আর্থিকঃ ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৪.৮২%। খ) বাস্তবঃ ডিজেল জেনারেটর-১০০%, বয়লার-৯৩%, পাওয়ার টারবাইন-১০০%।	বাস্তবায়নাধীন জুন' ২০১৫ (মেয়াদ জুন' ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন)		
০৯	(প্রকল্প) (বিএসটিআই কে শক্তিশালীকরণ) বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখঃ ০৪/১০/২০১১ (একনেক কর্তৃক অনুমোদন)। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১১ কার্যকর হওয়ায় নির্মাণ ও পূর্ত খাতের ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্পের সংস্থানকৃত যানবাহনের মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়ায় প্রায় ১ (এক) বছর অতিবাহিত হওয়ায় এবং অনুমোদনের পর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে নির্ধারিত মেয়াদকালে আনুসাঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি, বর্ধিত সময়ের জন্য প্রকল্পের সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ডিপিপি Special Revised করা হয়েছে। **সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ (যদি থাকে) :** প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪৭৪৭.৪৫ লক্ষ টাকা কিন্তু সরবরাহ ও সেবা খাতে ১০.৩৯ লক্ষ টাকা, কম্পিউটার ও সরঞ্জাম খাতে ৫	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কারার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

				লক্ষ টাকা ও পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০০৮ এর পরিবর্তে ২০১১ কার্যকর হওয়ায় নির্মাণ খাতে ৪১৯.৬১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.১৬% বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়েছে ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা। **অগ্রগতির বর্ণনাঃ** জনস্বার্থে বিএসটিআই এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সমপ্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৮.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ফুড, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠাসহ পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৫১.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বিএসটিআই এর সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)" শীর্ষক একটি অনুমোদিত প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর বিভাগীয় সদরসহ অপর ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ) বিএসটিআই অফিস-কাম- ল্যাবরেটরী (রসায়ন ও মেট্রোলজী) প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফরিদপুরে বিএসটিআই'র অফিস-কাম ল্যাবরেটরী ভবনের অবকাঠামোগত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবনের ফিনিশিং কাজ চলছে। রংপুরে দ্বিতলবিশিষ্ট বিএসটিআই এর অফিস-কাম ল্যাবরেটরী ভবনের স্থাপত্য নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত স্থাপত্য নক্সার আলোকে গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর কর্তৃক Estimate সম্পন্ন করা হয়েছে । খুব শীঘ্রই দরপত্র আহবানের জন্য প্রক্রিয়া করা হবে। কুমিল্লায় বিএসটিআই এর অফিস-কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মানের লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক বিগত ২১/০৪/২০১৫ তারিখে দরপত্র আহবান ১৯/০৫/২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা ও ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে দরপত্র মুল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া বিগত ২৮/০৭/২০১৫ তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড ও পরবর্তীতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। কক্সবাজারে গণপূর্ত বিভাগের ২টি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট নং ৪ ৫ (৪০.১৭ শতাংশ) বিএসটিআই'র অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন রেজুলেশন প্রস্তুত হয়নি মর্মে গৃহায়ণ বো গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে জানা যায়। চতুর্থ দফায় ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কিসমত মৌজায় ৮২৫ ও ৮৪৬ দাগের প্রস্তাবিত ০.৫০ একর অকৃষি খাস জমি ৫৫,৩৯,৭২৫.০০ টাকা সালামিতে বিগত ৮/৯/২০১৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিএসটিআই'র অনুকুলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ৫৫,৩৯,৭২৫ টাকা ডি.সি.আর এর মাধ্যমে জমাদানপূর্বক কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রিকরনের জন্য বিগত			

				১৮/০৫/২০১৫ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর ময়মনসিংহ হতে পত্রের মাধ্যমে বিএসটিআইকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর এর নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) : এডিপি বরাদ্দ ১৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৪.৪৮ (০.২৪%) লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত) : ৮০৭.০১ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ১৫.৫৭%।			
১০	(প্রকল্প) (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন) মর্ডানাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউট (বিএসটিআই) শীর্ষক প্রকল্প।	গত ১০-১৩ জানুয়ারি/ ২০১০ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত যৌথ ইশতেহারের ৩৩ নম্বরে।	বিএসটিআই	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮১৩.৯৫ লক্ষ টাকা, পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখঃ ২৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ (যদি থাকে)ঃ ক্রেডিটলাইন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পটির বিষয়ে ভারত সরকারের চুড়ান্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি বিধায় ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ (যদি থাকে)ঃ মূল ডিপিপি-তে ৭২৯১.০০ লক্ষ (প্র:সা: ৬১.৫৫ এবং জিওবি ১১.৩৬, সংশোধিত তে ২৮১৩.৯৫ লক্ষ (প্র:সা: -১৮০৪.৪০ এবং জিওবি ১০০৫.৫৫) সমাপ্তির সম্ভাব্য সময় : জুন ২০১৬ খ্রিঃ **অগ্রগতির বর্ণনা :** প্রকল্পটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ০৮টি Inspection এর মাধ্যমে ১৩৬ প্রকার যন্ত্রপাতি ১৬০ প্রকার গ্লাসওয়ার এবং ২০০ প্রকার কেমিক্যালস এর Inspection কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৪ প্রকার যন্ত্রপাতি এবং ৯১ ও ২০০ প্রকার কেমিক্যালস গ্লাসওয়ার বিএসটিআইতে এসে পৌছেছে। এছাড়া JDCF ভবনে নির্মিতব্য ৫ম তলায় নির্মাণ কাজের ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জনবল নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় Local Tender কাজ সমাপ্ত হয়েছে। **আর্থিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অক্টোবর/ ২০১৫ পর্যন্ত)** বরাদ্দ ১৯১৭.০০ (বরাদ্দ- ৪১৩.০০ (জিওবি- ৮৮.০০,ঋণ ৩২৫.০০) লক্ষ টাকা, অবমুক্ত ০.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (অক্টোবর/২০১৫ পর্যন্ত) ১৭২১.৬৭ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৬১.১৮ %।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬		
১১	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমঃ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ যাতে যথাযথ হয় সে বিষয়ে বিএসটিআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কৃষিজাত পণ্য ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই/ বিসিক	(ক) খাদ্যের মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে বিএসটিআই এর কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। (খ) বিসিক শিল্প নগরীসমূহে কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করতে বিসিকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মাঠ কার্যালয়সমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে বর্তমানে ১০২০টি কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৩৬টি ইউনিট চালু, ১৮৪টি ইউনিট বন্ধ আছে। বন্ধ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্লটসমূহের বরাদ্দ বাতিল/হস্তান্তরের মাধ্যমে সেগুলি সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দ দিয়ে কৃষিজাতও খাদ্য	বাস্তবায়নাধীন		

				প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দের সময় কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে অগ্রধিকার প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।			
১২	<u>বন্ধঘোষিত কলকারখানা পুর্নচালু করণঃ</u> (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনরায় চালুকরাসহ কি কারণে এবং কেন তা বন্ধ করা হয়েছিল তা তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২) বন্ধঘোষিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পর্যায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পর্যায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লিঃ পুনঃ চালু করণের নিমিত্ত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২৪/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় M/S Wuhan Anyang Science & Technology Co.Ltd, China এর ১১৪.৮৮ কোটি টাকা ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গত ০৪/১০/২০১৩ তারিখ হতে চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণ ঠিকাদার M/S WASTCL কর্তৃক নতুন মেশিন, পাইপ লাইন, ষ্টিল ষ্ট্রাকচার ও ইনেষ্ট্রমেন্ট স্থাপনের কাজ ১৪/০৯/২০১৪ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। সাধারণ ঠিকাদার M/S WASTCL কর্তৃক সরবরাহকৃত ডিজাইন এবং ড্রইং মোতাবেক কারখানার যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। ৩০ নভেম্বর, ২০১৫ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৬৩%। আগামী ৩১/১২/২০১৫ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করার জন্য সিসিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদারকে গত ১৫/১০/২০১৫ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে। (২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস (এনবিপিএম) লিঃ পুনঃচালুকরণ প্রসঙ্গে গত ০২/০৮/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে নর্থ বেংগল পেপার মিলসকে বেসরকারিকরণের জন্য ২য় বার আহত দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা এখনো নিষ্পত্তি না হওয়ায় আদালতে বিচারাধীন বিষয় হিসেবে এনবিপিএম পুনঃচালুকরণ সংক্রান্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে আপাততঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে না মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ দরদাতা ১২৯/২০০৯ নং রিট মামলা দায়ের করে। মামলাটিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য তার প্রস্তুতি হিসেবে নর্থ বেংগল পেপার মিলস (এনবিপিএম) লিঃ পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে পিডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। (৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনরায় চালু করার বিষয়ে বিসিআইসি আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনরায় চালু করা হলে তা অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলবে তার উপর একটি বিস্তারিত আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন আরো অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিসিআইসিকে নির্দেশ দেয়া হয়। মিলটি পুনঃচালু করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত শক্তি সাশ্রয়ী	মেয়াদ জুন' ২০১৫ (ডিসেম্বর' ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।) মেয়াদ জুন' ২০১৭ মেয়াদ জানুয়ারি' ২০১৯		

				পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রণিত পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হলে কিছু সংশোধনীর জন্য তা ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিডিপিপি সংশোধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।			
১৩	শিল্প বর্জ্য পরিশোধনঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রতিটি শিল্প-কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত Effluent Treatment Plant স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে একই ধরনের শিল্প এক একটি শিল্প পার্কে সহানান্তর করে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিক ও বিএসএফআইসি	**(ক) বিসিক শিল্পনগরীঃ** বিসিক শিল্প নগরীসমূহের পরিবেশদূষণকারী ইটিপি স্থাপনযোগ্য ১৫৯টি ইউনিটের মধ্যে ৯২টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। ১১টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের কাজ চলছে এবং বাকী ৫৬টি ইউনিটকে তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। এ ব্যাপারে আরডিএ বগুড়ার সহায়তায় কার্যক্রমটি ত্বরান্বিত করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। তাছাড়া বিসিকের পুরাতন ২০টি শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। এর বাইরে বিসিক কর্তৃক নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে সিইটিপি নির্মাণ ব্যয়সহ ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। **(খ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনঃ** ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ২০১১ সালে নাটোর চিনিকলে স্থাপিত ইটিপি'টি যথাযথভাবে কার্যক্ষম না হওয়ায় পরিবর্তন ও সংশোধনের কাজ চলছে। এ ছাড়া জিওবি অর্থায়নে অন্য ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প ২০১৫-২০১৬ এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইটিপি স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বুয়েটকে পরামর্শক নিয়োগকল্পে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত 'ক্রয় প্রস্তাব' মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২০১৫-২০১৬ এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত সমীক্ষা সম্ভব নয় মর্মে গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখের পত্রে জানায়। নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। ইটিপি স্থাপনের পূর্বে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে চিনিকলসমূহের তরল বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য মিল প্রাঙ্গণে ২টি করে লেগুন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তরল বর্জ্য লেগুনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিধায় চিনিকল এলাকার বাহিরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না।	চলমান প্রক্রিয়া	সিইটিপি/ ইটিপি স্থাপনের জন্য শিল্প ইউনিটসমূহে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমির স্বল্পতা।	
১৪	(প্রকল্প) চিনিকলের পাওয়ার জেনারেশনঃ চিনিকলগুলোর জেনারেটরে আখ মাড়াই মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করতে পারে সে বিষয়ে বিএসএফআইসি বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের 'প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং' কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Sosam Sugar Consultants, India এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে উৎপাদন বহুমুখিকরণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ২৬/১০/২০১৫ তারিখে	মেয়াদ ডিসেম্বর' ২০১৬		

	র-সুগার আমদানি : শিল্প মন্ত্রণালয় র-সুগার আমদানি এবং চিনিকলে তা রিফাইন করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাঁচাই করে দেখবে।			সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন দাখিল করে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩৪৬.৮১ লক্ষ টাকা। নভেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ৯৬.৪৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : (ক) আর্থিক ৯৬.৪৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ১.৩১% এবং (খ) বাস্তব ৫.০০%।			
১৫	রুগ্ন শিল্পের পূর্নবাসনঃ প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় একটি সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	রুগ্নশিল্প সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পর উল্লিখিত বিষয়ে ১৭/০৫/২০০৯ তারিখ এবং ২০/০৭/২০০৯ তারিখে পরবর্তী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে রুগ্ন শিল্পসমূহের সমস্যাদি নিরসনকল্পে মন্ত্রণালয় ১১/১১/২০০৯ তারিখে টাস্কফোর্স তৎপর আইন প্রণয়ন উপকমিটি ও রুগ্নশিল্পের আবেদন যাচাই বাছাই করার লক্ষ্যে যাঁচাই বাছাই গঠিত কমিটি একাধিক সভায় রুগ্নশিল্পের আবেদনসমূহ বাছাইক্রমে টাস্কফোর্স কর্তৃক ২টি ধাপে ২৬৪ এবং ৮০ টি রুগ্নশিল্পের তালিকা প্রস্তুতক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে কোন অগ্রগতি জানা যায়নি। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২০/০৭/২০০৯ তারিখের পত্রে শুধুমাত্র পুনর্বাসনযোগ্য রুগ্নশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাছাইপূর্বক তালিকা প্রস্তুত এবং সেগুলো পুনর্বাসনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থা কমিটি গঠন করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে বিগত ১৮/০২/২০১৩ তারিখে টাস্কফোর্সের অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। “নতুন করে রুগ্ন শিল্পের যেসব আবেদন পাওয়া যাবে গঠিত বাছাই উপ-কমিটি প্রাথমিকভাবে তা যাচাই বাছাই করে দেখবেন এবং সেগুলো পুনর্বাসনযোগ্য কিনা সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে মতামত গ্রহণ করার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হবে।” উক্ত সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে গত ১৮/১১/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন স্মারকে মোট ১৪৮টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র পুনবার্সনযোগ্য কিনা মতামত প্রদানের জন্য গভর্ণর, বাংলাদেশ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ৬৭টি রুগ্নশিল্পের আবেদনের উপর বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতামতসহ তাদের মতামত প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেরিত মতামতে ২৩টি প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনযোগ্য এবং ২৬টি পুনর্বাসনযোগ্য নয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামত স্পষ্ট না থাকায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতের জন্য ১৩/০২/২০১৪ তারিখে পুনরায় বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		

				উল্লেখ্য, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনযোগ্য কিনা সে বিষয়টি যাঁচাই বাছাই করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে কারিগরি এবং উপযুক্ত জনবল নেই। তাছাড়া রুগ্নশিল্পের বিষয়টি ঋণ ও আর্থিক দায়-দেনার সাথে সম্পর্কিত। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ রুগ্নশিল্পের ঋণ প্রদানকারী/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ। যেহেতু আর্থিক বিষয়াদি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত নয় সেহেতু রুগ্নশিল্পের ব্যাপারে এ মন্ত্রণালয়ের চেয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ উপযুক্ত বিবেচনা করে রুগ্নশিল্প চিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসনযোগ্য কিনা তা যাচাইসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে প্রদান করার অনুরোধ জানিয়ে গত ২২/১২/২০১৩ ও ২৮/০১/২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০/০৩/২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়কে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেঃ “শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনসহ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষণ ও তথ্যভান্ডার তৈরির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ১টি সেল গঠন করবে।” সেল গঠনের লক্ষ্যে ক্যাডারভুক্ত গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মকর্তা এবং কর্মচারির মোট ৩৯টি পদ সৃজনের নিমিত্ত খসড়া নিয়োগবিধি প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।			
১৬	(প্রকল্প) বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরগুনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা । অনুমোদনের তারিখ : ০৯/০১/২০১২ ডিপিপি সংশোধন : ১৬/১০/২০১৪ ‘বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬ মেয়াদে ১৬/১০/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০/৫/১৫ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমির পজেশন বুঝে নেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজের দরপত্র খোলা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ২৭১.৬০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ২৪%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন’ ২০১৬		
১৭	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্রগ্রামের মিরসরাই অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে উঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপনে জায়গার মালিকানা এবং পরিমাণ নিয়ে চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মিমাংসার নিমিত্তে রীট পিটিশন করা হয়েছে। রীট মামলাটির অগ্রগতি জানার জন্য বিসিক থেকে পত্র দেয়া হলে ফেনী জেলা প্রশাসন থেকে গত ০৭/৬/২০১৫ তারিখে জানানো হয়েছে যে, মহামান্য হাইকোর্টের দায়েরকৃত ১২২১/১০ নম্বর রীট পিটিশন মামলাটি দ্বৈত বেঞ্চে চূড়ান্ত শুনানীর অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া	বাস্তবায়নাধীন	-	

				মীরসরাই উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ভূমি অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, মুহুরী প্রজেক্টে জেগে উঠা চর ভূমির দিয়ারা জরীপ চূড়ান্ত হয়ে খতিয়ান প্রকাশিত হয়েছে।			
১৮	বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন।	২২/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বরগুনা জেলাধীন পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে প্রস্তাবিত স্থানে এবং নিকটবর্তী এলাকায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ-ভাঙ্গা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করার উপযোগী স্থান নেই মর্মে জেলা প্রশাসক বরগুনা এবং পরিদর্শন কমিটির মতামত গত ১১/০৫/২০১৪ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করে এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৯/১১/২০১৪ তারিখের পত্রের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন পায়রা নদীর মোহনায় অথবা বরগুনা সদর উপজেলার নলটোলা ইউনিয়নের বিশখালী নদীর পাড়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও রি-সাইক্লিং জোন স্থাপনের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ০৬/০১/২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে জমি সুনির্দিষ্টকরণ, নদীর নাব্যতা ও গভীরতা, জাহাজের বিচিং বা ডক ইয়ার্ড নির্মাণ উপযোগিতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের প্রাপ্যত ইত্যাদি বিষয়ে সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনাকে আহবায়ক করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক বর্ণিত স্থান সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। সাব কমিটি কর্তৃক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়েছেঃ ‘হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে এবং বিনিয়োগ আয় প্রবাহের সমীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড় নিশানবাড়িয়া মৌজায় শিপ রি-সাইক্লিং জোন স্থাপন করা যেতে পারে’। এ প্রেক্ষিতে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড় নিশানবাড়িয়া মৌজায় শিপ রি-সাইক্লিং জোন স্থাপন করার বিষয়ে ‘হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও বিনিয়োগ আয় প্রবাহ ও কারিগরী সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৯ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি)-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১৯	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো এবং বিসিআইসির অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী পুনরায় চালুকরণ। (১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিআইসি	(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনরায় চালু করার বিষয়ে বিসিআইসি আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট	মেয়াদ		

	(২) বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।			মিল পুনরায় চালু করা হলে তা অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলবে তার উপর একটি বিস্তারিত আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন আরো অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিসিআইসিকে নির্দেশ দেয়া হয়। মিলটি পুন: চালু করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত শক্তি সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রণিত পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হলে কিছু সংশোধনীর জন্য তা ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিডিপিপি সংশোধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৯/০৮/২০১৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ **ক)** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনার রূপসায় অবস্থিত বন্ধ থাকা দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির স্থানে আইসিটি পার্ক স্থাপনের বিষয়টি যাঁচাইপূর্বক পরিকল্পনা প্রণয়নক্রমে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। **খ)** পিপিপি অফিসকে পিপিপি এর অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক যাঁচাইক্রমে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। **গ)** ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিঃ এর বেসরকারি মালিকানা সরকার কোন প্রক্রিয়ায় নিখুঁতভাবে গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এবং আইসিটি পার্ক স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে পিপিপি অফিস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে হাইটেক পার্ক অথরিটির মতামত গ্রহণ ও নিষ্কণ্টক ভূমি মালিকানাসহ প্রকল্প কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অধীনে হবে তা সুনির্দিষ্ট করার অনুরোধ করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি জানায় যে, "ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিঃ এর ৭০% বেসরকারি মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা সরকারি মালিকানায় আনয়ন ও প্রতিষ্ঠানটির নিকট ২০১১ সাল পর্যন্ত পুঞ্জিভুত ঋণ ৩২৬ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধ বা মওকুফ সাপেক্ষে খুলনার রূপসায় অবস্থিত ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর দাদা ম্যাচে ওয়ার্কসের ১৭.৮০ একর জমিতে আইসিটি পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে।" গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখে এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় হাইটেক পার্ক স্থাপন	জানুয়ারি' ২০১৯		

				তরান্বিত করার জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় : (ক) ভূমির মালিকানা নিষ্কণ্টক করার জন্য মেজরিটি শেয়ার হোল্ডারগণের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং উভয়পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সি.এ ফার্ম দ্বারা সম্পদ ও দায় পুনঃ মূল্যায়ন করতে হবে। (খ) এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে চলমান মামলার সর্বশেষ অবস্থা বিসিআইসি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে। (গ) রিট মামলা নং ২৬৭৬/১১ এর প্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশের কপি সংগ্রহের জন্য সলিসিটর উইংকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিসিআইসি'র জনাব মোঃ সাজেদুল আলম সলিসিটর উইং এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। (ঘ) নিষ্কণ্টক জমি প্রদানের পর হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২১/০৩/২০১১ তারিখের ৩৬.০৫৭. ০৩৩.০২.০০.০১০.২০১০/১৫৪ নম্বর স্মারকে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ঢাকার শ্যামপুরস্থ ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি এবং খুলনার খালিশপুরস্থ দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ঢাকা ও জেলা প্রশাসক খুলনাকে আদেশ দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ম্যাচ ফ্যাক্টরি দুটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। উল্লিখিত আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা নং-২৬৭৬/১১ দায়ের করে। মহামান্য হাইকোর্ট শুনানি অন্তে উক্ত রিট মামলা খারিজ করে দেয়। পরবর্তীতে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের সিএমপি নং-৩৯১/২০১১ দায়ের করে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিলেট ডিভিশনের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ১১/০৮/২০১১ তারিখে সিএমপি নং ৩৯১/২০১১ শুনানি শেষে dispose করা হয়। বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ সিপিএলএ নং- ১৩৭২/১২ (সিএমপি নং ৩৯১/২০১১ হতে উদ্ভূত) দায়ের করে যা এখনো শুনানির পর্যায়ে আসেনি। সরকার পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিসিআইসি থেকে কৌশুলী নিয়োগ করা হয়েছে।			
২০	(প্রকল্প) সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জকে শিল্পপার্ক স্থাপন কাজ ত্বরান্বিত করা	০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে বিএ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৮৯২.০০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের তারিখ : ৩১/০৮/২০১০ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ০৫/০২/২০১৩ সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : ৪৮৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের এডিপিতে ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ক) জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে এবং ১১/৬/২০১৩ তারিখে জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। Tropographical Survey, Hydrological Survey, Soil condition & River Movement এবং Initial Environmental Empect (IEE) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬	ভবিষ্যতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ব্যবস্থা না হলে এ প্রকল্পের অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে।	বর্তমানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (পাইলট) অব বাংলাদেশ রিভার সিষ্টেম প্রকল্পের আওতায় ৩টি ক্রস বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে Hydrological Survey ও River Movement এর Report ভিত্তিতে যমুনা নদীর নতুন

				প্রকল্পের মাটি ভরাট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষাকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী শাসন বাঁধ নির্মাণ কাজ না হওয়ায় প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ শুরু করা যাচ্ছেনা। এ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের কাজ করছে। ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ১০১৭২.৯১ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ২১% (আর্থিক)।			এ্যালাইনমেন্ট ভিত্তিতে নদীর পশ্চিম কিনারা দিয়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা জরুরি।
২১	(প্রকল্প) রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩১৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৮/১০/২০১৪। একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্তে ১৩২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ০২/০২/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে কতিপয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাখ্যা/যৌক্তিকতা প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ২২/০২/২০১৫ তারিখের অনুরোধ জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে দফাওয়ারী ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাখ্যা/যৌক্তিকতা গত ১৬/৩/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ০৫/৪/২০১৫ তারিখে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের জন্য আইএমইডিকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ডিপিপি পুণর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ০৪/৬/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের উপর ২য় পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		
২২	(প্রকল্প) চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা। পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম হতে গত ১৬/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলীসহ একটি পত্র পাওয়া যায়। উক্ত পত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি লাল তালিকাভুক্ত এবং এর অবস্থান ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিসিক কর্তৃক পরিবেশ ছাড়পত্র ফি বাবদ ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা আঞ্চলিক পরিচালক, চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করেছে। ছাড়পত্র সংগ্রহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ছাড়পত্র পাওয়া গেলে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৫		
২৩	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত	শিল্প মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫/০২/২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারা চর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা এবং	বাস্তবায়নাধীন		

		জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।		পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং শিপ ইয়ার্ড নির্মাণ' এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের অগ্রগতি আলোচনা এবং পথ নকসা নির্ধারণের জন্য জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ০৫/৪/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলাস্থ প্রস্তাবিত পায়রা বন্দরের অধিগ্রহণকৃত ৬০০০ একর জমি হতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের জন্য ৭০/৮০ একর জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পায়রা বন্দর ক্ষর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি)সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ে একটি সভা আহবান করে এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।'' উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পায়রা বন্দর এলাকায় অধিগ্রহণকৃহ জমি হতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের জন্য ১০০ একর জমি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে গত ২৯ মে, ২০১৫ তারিখে সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১২ মে, ২০১৫ তারিখে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ১০০ একর জমি বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের Feasibility Study করার পর জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্পের স্থান চূড়ান্ত হবে।			
২৪	(প্রকল্প) টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে ভুঞাপুর এবং হেমনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুষ্ঠিত গত সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	'টাংগাইল শিল্পপার্ক' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে গত ০১/৯/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদনকালে কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয় একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন কের ০৮/১১/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৮		
২৫	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিষ্টেম মেশিনারির (Dual System Machinary) রাখা।	গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিএসএফআইসি	১০১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত 'ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন' শীর্ষক প্রকল্পে আখ হতে চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক গৃহীত পাইলট প্রকল্পে উৎপাদিত সুগার বিট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চিনি উৎপাদনের যান্ত্রিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের 'প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং' কাজের জন্য কারিগরি মূল্যায়নে যোগ্যতা অর্জনকারী সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা Sosam	মেয়াদ জুন' ২০১৬		

				Sugar Consultants, India- এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে উৎপাদন বহুমূখিকরণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ২৬/১০/২০১৫ তারিখে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন দাখিল করে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। উল্লেখ্য, বিএসআরআই কর্তৃক গবেষণায় সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি সফল ও লাভজনক হলে ভবিষ্যতে যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব, সে সব চিনিকলে ডুয়েল সিষ্টেম মেশিনারি (Dual System Machinary) এর সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।			

স্বাক্ষরিত/
২০/১২/২০১৫
(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)
সচিব